সংবাদ

তারিখ ... 15 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... 12 ... কলাম ... 1 ...

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাংবাদিক সম্মেলন

# ৩০শে জুলাইয়ের মধ্যে সকল দাবি পূরণ না হলে পরবর্তী কর্মসূচি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন বেসরকারি শিক্ষকদের ৩০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা, ১০ শতাংশ বর্ধিত বেতন, পদোন্নতি ও উৎসব ভাতাসহ ২১ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে আগামী ১৭ই মে শিক্ষক-কর্মচারীদের একঘণ্টার কর্মবিরতিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ২৫শে মে অর্থমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ, ২রা জুন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউনেস্কোর প্রতিনিধির কাছে স্মারকলিপি পেশ, ৯ই জুন বাংলাদেশে নিযুক্ত আইএলও'র প্রতিনিধির কাছে স্মারকলিপি পেশ, আসন্ন বাজেটে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের শতকরা ১০ ভাগ বর্ধিত বেতন ও ৩০ ভাগ মহার্ঘ ভাতার অর্থ বরাদ্দ না থাকলে বাজেট পেশের পরদিন কেন্দ্র, জেলা ও উপজেলায় শিক্ষক কর্মচারীদের বিক্ষোভ মিছিল, ১৮ই জুন

কর্মসূচি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৭

## কর্মসূচি ঃ পরবর্তী

( ১২ পৃষ্ঠার পর )

জাতীয় সংসদের স্পিকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ, ৪ঠা জুলাই বাংলাদেশ অলেহু শিক্ষক সমিতি ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের যৌথ সভা। ৩০শে জুলাইয়ের মধ্যে দাবি পূরণ না করা হলে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের জাতীয় প্রতিনিধি সভায় পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণ করা হবে।

গতকাল বুধবার দুপুরে রাজধানীর গ্রিন রোডে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই দাবি ও কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আসাদুল হক।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বর্তমানে শিক্ষকদের সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করা হচ্ছে অতীতে কোন সরকারের আমলে তা হয়নি। এদেশের শিক্ষক সমাজ আর কখনও এমন হয়রানি, নির্যাতন, শারীরিক ও মানসিক পীড়নের শিকার হয়নি।

যা মানবতাবিরোধী এবং ইউনেস্কো ও আইএলও'র সুপারিশমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সরকারি দলের এমপি সালাউদ্দিন আহমদ ডেমরা এলাকায় ২শ' শিক্ষক-কর্মচারীকে বিতাড়িত করেছে। সরকারদলীয় আরেকজন এমপি একজন শিক্ষককে ডেকে নিয়ে জুতাপেটা করেছেন। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, পরীক্ষায় পাসের নিম্নহার এবং শিক্ষার নিম্নমানের অজুহাতে দেশের ১৩৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া এবং ২ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন বন্ধ করা হবে না সে ব্যাপারে কারণ দর্শাতে বলেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গলাটিপে হত্যা করে লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করা শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন মেনে নেবে না। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, শিক্ষকদের ভয় হয়, তাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে, সবজান্তা আমলাতন্ত্র পাহাড় সমান ভুল করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আবার কোন্ রসাতলে নিয়ে যায়। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি আজ সকল বিভাগকে অতিক্রম করে গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালকের অধিদপ্তর, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরসহ শিক্ষা সংক্রান্ত অফিসগুলোতে ঘুস ছাড়া কোন কাজই করা সম্ভব নয়। বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদে বসানো হয়েছে তোষামোদকারী, অদক্ষ ব্যক্তিদের ফেসিলিটিস ডিপার্টমেন্ট ও বিভিন্ন প্রজেক্টের নামে দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার জাতীয় অপচয় করা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য টাকাই কার্যত একমাত্র পূর্বশর্ত। এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তিন মন্ত্রী ও সচিবরা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রের বিশৃঙ্খলার জন্য প্রধানত সরকার প্রধান দায়ী। সাংবাদিক সম্মেলনে অবিলম্বে সকল দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং অযোগ্যদের অপসারণের দাবি জানানো হয়।